প্রশ্ন: প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার সময়কাল, নিদর্শন ও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

পণ্ডিতদের মতানুযায়ী ১৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ পর্যন্ত সময়ে ব্যবহৃত আর্যদের ভাষাই হল প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা। এই ভাষার নিদর্শন হল বেদ। তবে চারটি বেদের মধ্যে একমাত্র ঋকবেদে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার সর্বাধিক নিদর্শন মেলে। ভাষাতাত্ত্বিকেরা প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সন্ধান করেছেন। এ থেকে ভাষাটির স্বরূপ স্পষ্ট হয়।

সময়কাল: ১৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ।

নিদর্শন: ঋকবেদ।

অন্যনাম: বৈদিক-সংস্কৃত ভাষা।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার লক্ষণ বা ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

১) বৈদিক যুগে ঋ, ৠ, ঌ, এ, ঐ ইত্যাদি স্বরধ্বনি এবং শ. য, স ইত্যাদি ব্যঞ্জনধ্বনি বর্তমান ছিল।

২) যুক্ত ব্যঞ্জনের প্রয়োগ হত যথেষ্ট পরিমাণে। শব্দের আদিতে ছাড়া অন্য সর্বত্র প্রায় স্ত, ত্ব. কৃ, র্থ, ঞ্জ, ক্ষ্ম প্রভৃতি যুক্ত ব্যঞ্জনের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

৩) যেখানেই সন্ধি ও সমাসের প্রয়োগ সম্ভব, সেখানেই সন্ধি ও সমাসের প্রয়োগ লক্ষ্য করা গেছে।

৪) স্বরাঘাতের স্থান পরিবর্তনের ফলে শব্দের ভিতর স্বরধ্বনির গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে।

৫) স্বরাঘাতের স্থান পরিবর্তনের জন্য শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়েছে। 'রাজপুত্র'-তে 'রা'-এ স্বরাঘাত দিলে (রাজপুত্র) অর্থ হয় রাজা যার পুত্র। অপরদিকে 'এ'-তে স্বরাঘাত দিলে (রাজপুত্র) অর্থ হয় রাজার পুত্র। এইভাবে স্বরাঘাতের স্থান পরিবর্তনে 'রাজা যার পুত্র' পরিণত হয়েছে 'রাজার পুত্র'-তে।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

১) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় উত্তম, মধ্যম, প্রথম এই তিন পুরুষ বর্তমান ছিল।

২) এই স্তরে একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন, এই তিন বচন ছিল।

৩) এই স্তরে পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ এই তিন লিঙ্গের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

৪) ক্রিয়ার পাঁচটি কাল। তাদের নাম হল-লট্, লুট্, লঙ, লুঙ, লিট।

৫) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার আটটি কারক বর্তমান ছিল। তাদের নাম হল কর্তৃ, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, সম্বন্ধ পদ, অধিকরণ, সম্বোধন পদ।

৬) ধাতু তিনভাগে বিভক্ত। তাদের নাম হল-আত্মনেপদী, পরস্মৈপদী, উভয়পদী।

৭) কৃৎ ও তদ্ধিত এই দু'টি প্রত্যয়। এই প্রত্যয় দ্বয়ের যোগে নতুন নতুন শব্দ তৈরির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

ছন্দোরীতিগত বৈশিষ্ট্য:

বৈদিক ভাষায় ছন্দ ছিল অক্ষরমূলক অর্থাৎ অক্ষরের (syllable) সংখ্যা ও লঘুগুরু বিচার করে ছন্দ নির্ণীত হত।